67

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ ১৯ মাস যাদের বেতন নেই

দর্জির কাজ করছেন প্রকৌশলী আনছার আবু রায়হানের মেয়েটির কঠিন অসুখ দুবার স্ট্রোক করেছেন লুৎফর রহমান

রেজাউল করিম রাজু ঃ ১৯ মাস বেতন পায় না। দু'বেলা এক মুঠ খাবার যোগাড় করতে পারছি না, সেখানে ঈদ করব কি দিয়ে। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। জানি না কি পাপ করেছি আমরা। গতকাল ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের রাজশাহী অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলেন ডিপার্টমেন্টের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আনছার আলী। খোঁজ নিতে এসেছিলেন তাদের কোন খবর-আছে কিনা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হওয়ায় ১৯ মাস ধরে তারা বেতন পাচ্ছে না। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অধীনে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল ৬ বছর। সে মোতাবেক ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর প্রকল্পের অধীন কর্মরত ৪শ' ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে আত্মীকরণের দাবী উঠলেও তা করা হয়নি। ফলে '৯৭ সালের জুলাই মাস হতে অদ্যাবধি তারা কোন বেতন ভাতা পাচ্ছে না। এ নিয়ে সরকারের দুয়ারে ধর্না দিচ্ছেন মাসের পর মাস ধরে।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী আনসার আলী জানালেন, ছিলাম প্রকৌশলী এখন পেটের দায়ে দর্জির কাজ বেছে নিয়েছি। সারা জীবন সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে এসে এখন বউ ছেলেমেয়েদের মুখে খাবার তুলে দিতে পারি না। ছেলেমেয়েদের বেতন দিতে না পারায় লেখাপড়া বন্ধ হবার উপক্রম। এক বছরের বাড়ী ভাড়া বাকী। বাড়ীওয়ালা বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে। এতদিন ধার দেনা করে কোন মতে সংসার চালিয়ে আসছিলাম কিন্তু এখন কেউ ধারও দেয় না। অবশেষে বাধ্য হয়ে নিজ বাসাতেই দর্জির দোকান দিয়েছি। অন্যের জামা কাপড় বানাচ্ছি নিজের ছেয়েমেয়ের জন্য কিছুই করতে পারছি না। সামনে ঈদ। যেখানে দু'বেলা খাবার যোগাড় করা দূরূহ সেখানে ঈদ করব কি দিয়ে।

উশকো খুশকো দাড়ি উদভ্রান্তের মত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অপর একজন কর্মী আবু রায়হান মিয়া। তার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করতেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, কিভাবে বেঁচে আছি নিজেই জানি না। ঘরে খাবার নেই, ছোট মেয়েটি দূরারোগ্য থ্যালমেসিয়া রোগে ভুগছে। প্রতি মাসে রক্ত দিতে হয়। ১৯ মাস থেকে বেতন নাই। শেষ সম্বল জমিটাও বিক্রি করে দিয়েছি। এখন হাতে কোন পয়সা নেই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে ধার দেনা করে ক'দিন চললাম। এখন আর পারছি না। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে কান্না পায়। আরেক জন লুৎফর রহমান বলেন, ১৭ বছর ধরে এখানে কাজ করছি। দীর্ঘ দিন ধরে চাকরি করে আজ মানবেতর জীবন-যাপন করছি। ৪ ছেলেমেয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। অর্থের অভাবে তাদের লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম হয়েছে। দীর্ঘদিন মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃশ্চিন্তার কারণে উচ্চ রক্তচাপে ভুগছি। দুইবার স্ট্রোক ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থাভাবে ভাল চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারছি না। নবাবগঞ্জের মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলী বাবু নীহার রঞ্জন সাহা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানালেন অর্থের অভাবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মার সুচিকিৎসা করাতে পারেনি। কয়েক দিন আগে তিনি প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। সন্তান হিসাবে মার জীবনের শেষ সময়ে আমি কোন কাজে লাগলাম না। এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে। টাইপিস্ট রনাম ক্লার্ক মুখলেসুর রহমান তার দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে বললেন, আজ শেষ সম্বল স্ত্রী'র গহনা বন্ধক রেখে মহাজনের টাকা নিয়েছি। তিন মাসের মধ্যে টাকা শোধ না করলে গহনা ফেরৎ পাব না। নবাবগঞ্জ থানার প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবত বেতন না পেয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সম্প্রতি তিনি জরুরী দাপ্তরিক কাজে রাজশাহী আসার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যবরণ করেছেন। তার মৃত্যুর পর বউ ছেলেমেয়ে এ পর্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য সহযোগিতা না পেয়ে পথে বসার উপক্রম হয়েছে।